JAN 8 2000

দৈনিক ইনকিলাব

পৃষ্ঠা ৭৩ কলাম ৭

ভারতে শিক্ষা চিকিৎসা ও হুন্ডি

চিকিৎসার জন্য ভারতে যাওয়া যেমন প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে; তেমনি শিক্ষার জন্য ভারতে যাওয়াও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই দু'টি খাতে দেশের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে। একে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হিসেবে উল্লেখ করে বহু আলোচনা হয়েছে এবং লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু, এ দু'টি বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে যেমন কোনো সচেতন তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি; তেমনি সরকারী পর্যায়েও কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। এমনকি, বিষয় দু'টি নিয়ে সরকার গুরুত্বের সঙ্গে ভাবছেন, এমন বলারও কোনো অবকাশ নেই। বিষয় দু'টিকে আমলে না আনার অর্থ দাঁড়ায় ভারতে চিকিৎসা ও শিক্ষা খাতে শত শত কোটি টাকার অপচয়কে স্বাভাবিক মনে করে মেনে নেয়া। জাতীয় পর্যায়ে এ ধরনের মনোভাব বা প্রবণতা প্রকৃতপক্ষে জাতীয় স্বার্থবিরোধী। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সেবা বাণিজ্য বিষয়ক এক অনুসন্ধানী গবেষণা প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে যে তথ্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে তা বর্তমান পরিস্থিতি যে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে, তাকে যথেষ্ট স্পষ্ট করে তুলেছে। এতে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর প্রায় ৫০ হাজার মানুষ চিকিৎসার জন্য ভারত যায় এবং প্রায় ৫৩ হাজার যায় শিক্ষা লাভের জন্য। চিকিৎসার জন্য জনপ্রতি গড় ব্যয় হয় ৬শ' ডলার এবং শিক্ষার জন্য ১৪শ' ডলার। এতে প্রতি বছর এই দুই ক্ষেত্রে ব্যয় হচ্ছে ১০ কোটি ২০ লাখ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৫৬০ কোটি টাকা। এই অর্থের ৪১ শতাংশ বৈধ পথে এবং ৫৬ শতাংশ যায় মূলতঃ হুন্ডির মাধ্যমে। চোরাচালান ছাড়াও চিকিৎসা ও শিক্ষার নামে ভারতে অবৈধভাবে ৩শ' কোটি টাকার বেশী চলে যাচ্ছে। চিকিৎসা ও শিক্ষার জন্য ভারত গমনের এই সংখ্যা রীতিমতো উদ্বেগজনক। এই খাতে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তাও ভয়াবহ। আর এই বৈদেশিক মুদ্রার ৫৬ শতাংশ যে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে, এটাও কম উদ্বেগের বিষয় নয়। কেননা, এসবই দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মওজুতে তথা অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ, প্রতিবেদনে চিকিৎসা ও শিক্ষা লাভের জন্য যতসংখ্যক লোকের ভারত গমনের কথা বলা হয়েছে, প্রকৃত সংখ্যা তার থেকে বেশী বলেই অনুমিত হয়। প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে যে, চিকিৎসা ও শিক্ষা সুবিধা পাওয়ার জন্য বছরে মোট কত লোক ভারতে যায়, তা সুনির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তবে, ভিসার হিসাবসহ বিভিন্ন উপায়ে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ধারণা করা হয় যে, এই সংখ্যা ১ লাখ ৩ হাজার হবে। কাজেই, এ সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যা নয় এবং ব্যয়ের যে গড় হিসাব উল্লিখিত হয়েছে তাও আরো অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। এই অর্থের বড় অংশটাই হুন্ডির মাধ্যমে যাওয়ার দরুন এই খাতে বৈদেশিক মুদ্রার প্রকৃত ব্যয় নির্ধারণ করাও সহজ নয়। তবে, ব্যয়টা যে উল্লিখিত প্রতিবেদনে কথিত ব্যয়ের চেয়ে বেশীই হবে, এটা সহজেই অনুমিত হয়। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে, এই বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় আসলেই অপরিহার্য কিনা? যে চিকিৎসা ও শিক্ষা লাভের জন্য প্রতিবছর শত শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে তা এদেশে সম্ভব নয়– এক কথা এমন বলে দেয়া যাবে না। কাজেই, এই ব্যয়কে অপচয় হিসেবেই চিহ্নিত করতে হয়। আর এই অপচয় বন্ধ করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব যাদের, তারা যে দায়িত্ব যথাযথভাবে তা পালন করছেন না– এটাও আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

দেশে চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে– একথা সত্য। তবে, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং আধুনিক চিকিৎসা সুযোগ-সুবিধা যতটা রয়েছে তাকে একেবারে নগণ্য বা নিম্নমানের বলার কোনো অবকাশ নেই। এছাড়া, ভারতে চিকিৎসার জন্য যারা যাচ্ছেন, তাদের এক বড় অংশই যাচ্ছেন এমন সাধারণ চিকিৎসার জন্য যা এদেশে যে কোনো হাসপাতালে ও যে কোনো চিকিৎসকের কাছেই সম্ভব। বিশদ ব্যাখ্যায় না গিয়েও বলা যায়, একশ্রেণীর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অধিক রোগী দেখার প্রবণতা সৃষ্ট অমনোযোগিতা এবং হাসপাতালগুলোর অব্যবস্থা জনগণকে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি আস্থাহীন করে তুলেছে। ফলে সামর্থ্যবানরা নিতান্ত সাধারণ অসুখেও ভারতে চলে যান। কাজেই, চিকিৎসার্থে ভারতে যারা যান, তাদের চেয়ে, এ ব্যাপারে অনেক বেশী দায়ী তারা– যাদের উদাসীনতা, অমনোযোগিতা, অর্থলিপ্সা ও শৈথিল্যের দরুন দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা জনগণের আস্থা হারিয়েছে। শিক্ষার্থে ভারত গমনের কারণও দেশে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভিত্তির ওপর স্থাপনে ব্যর্থতা। সেশনজট থেকে শুরু করে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস এবং সর্বোপরি, শিক্ষার মানে দারুণ অবনতি। এগুলো নিরসনের অতীত কোনো বিষয় নয়। বহুকথা বলা হয়েছে, বহু তাগিদ উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু পরিস্থিতির কোনো উন্নতি ঘটেনি। কাজেই, এই পরিস্থিতিতেই সামর্থ্যবানরা যে তাদের সন্তানদের ভারতে শিক্ষার্থে পাঠান, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই, চিকিৎসা ও শিক্ষা লাভের জন্য ভারত গমনে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার যে অপচয় তা রোধ করতে হলে অবিলম্বে দেশের চিকিৎসা ও শিক্ষা ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষিত উৎকর্ষ ও উন্নয়ন সাধন করতে হবে।